ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ:
বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা

৭ আগস্ট ২০১৬

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগঃ বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষক
অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, *লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার তথ্য সংগ্রহে সহায়তা ও গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান, কমিশনার ও কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম ও এ এস এম জুয়েল, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনজুর-ই-খোদা এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাহিদ শারমীনের প্রতি এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবি'র মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবি'র। বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনকে এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিশ্লেষণের জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না।

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০১৬

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগঃ
বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা

সার-সংক্ষেপ*

১. প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে দুর্নীতিবিরোধী নীতি ও কৌশল প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে সুশাসনের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধকেন্দ্রিক একটি কার্যকর সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান, দুর্নীতিবিরোধী কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ২০১২ সালে 'জাকার্তা নীতি' প্রণীত হয়, যেখানে দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরতা ও জবাবদিহিতার জন্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়, যার মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ, প্রচার-প্রচারণা ও সংলাপের মাধ্যমে করা একটি দ্বিবার্ষিক মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্যোগের অধীনে দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটি বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত মান নির্ধারণী টুল প্রস্তুত করে, যা ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, আগ্রহী এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও বিশেষজ্ঞ দলের অংশগ্রহণে যৌথ সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয়। ২০১৫ সালে ভুটানে এই টুল পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং পরবর্তীতে মতবিনিময় কর্মশালায় প্রস্তাবিত মতামতের ওপর ভিত্তি করে সংশোধিত হয়।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের ওপর তথা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর ওপর পর্যালোচনা সম্পন্ন করে। এই পর্যালোচনার লক্ষ্য ছিল:

১. দুদকের কার্যক্রম ও উন্নয়নের ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা;
২. দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকের সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক চিহ্নিত করা; এবং
৩. দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সময়

এই গবেষণা পরিচালনায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:

১. **নথি বিশ্লেষণ –** দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন ও বিধি, বিদ্যমান সাহিত্য, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা।
২. **নিবিড় সাক্ষাৎকার –** দুদকের বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কমিশনার, দুদকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রতিষ্ঠানের (সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান) প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. **ফোকাস গ্রুপ আলোচনা –** সংবাদমাধ্যম-কর্মী, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সদস্যদের সাথে দুদকের কার্যক্রম ও কার্যকরতা নিয়ে দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (১০ ফেব্রুয়ারি ও ২৩ মার্চ ২০১৬) আয়োজন করা হয়।
৪. **মতবিনিময় সভা –** গবেষণার খসড়া ফলাফল উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণের জন্য দুদকের চেয়াম্যান, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ২০১৬ সালের ৩০ জুন একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দুদকের কার্যক্রম মূল্যায়নের এই গবেষণায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ এই তিনবছরের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১৫-এর নভেম্বর থেকে ২০১৬-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

* ২০১৬ সালের ৭ আগস্ট ঢাকায় টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

৩. গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক

এ গবেষণায় মোট ৫০টি নির্দেশকের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকগুলো সাতটি পৃথক ক্ষেত্রে বিভক্ত:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নির্দেশকের সংখ্যা
১. দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান	৭
২. দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদ	৯
৩. দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম	৯
৪. দুদকের প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম	৯
৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সহযোগিতা	৫
৬. দুদকের জবাবদিহিতা ও তদারকি	৪
৭. দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা	৭
মোট	৫০

৪. স্কোরিং পদ্ধতি

উপরোক্ত সাতটি পৃথক ক্ষেত্রে বিভক্ত মোট ৫০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নির্দেশকের জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি নির্দেশকে তিনটি সম্ভাব্য স্কোর - **উচ্চ (২), মধ্যম (১) এবং নিম্ন (০)*** দেওয়া হয়েছে। নির্দেশকের মাত্রা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য এই স্কোরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে - সার্বিক স্কোর ৬৭%-১০০% এর মধ্যে হলে 'উচ্চ', সার্বিক স্কোর ৩৪%-৬৬% এর মধ্যে হলে 'মধ্যম' এবং সার্বিক স্কোর ০%-৩৩% এর মধ্যে হলে 'নিম্ন'।

গবেষণার ফলাফল: ক্ষেত্র অনুযায়ী দুদকের স্কোর

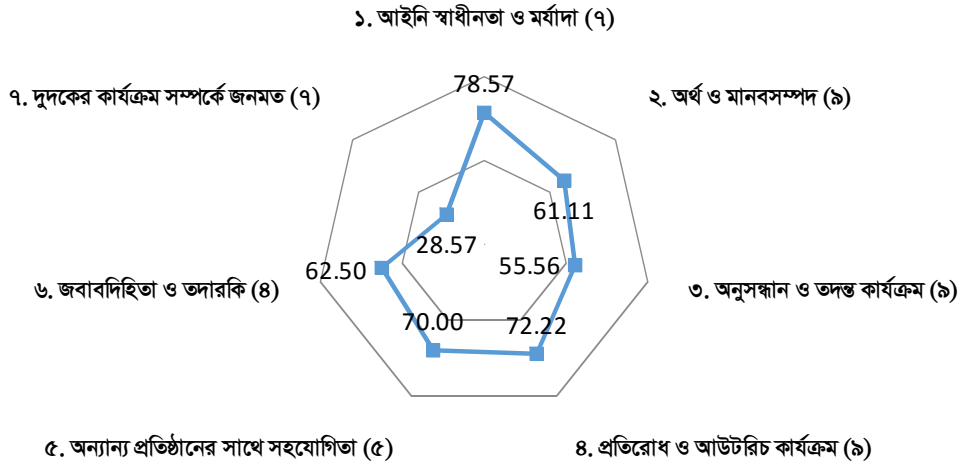

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম ক্ষেত্রের (আইনি ভিত্তি, স্বাধীনতা ও কাজের আওতা) নির্দেশকগুলোর স্কোর হচ্ছে ১১ (চারটি নির্দেশক ২ করে আর তিনটি নির্দেশক ১ করে পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর হচ্ছে ১১/১৪ X ১০০ = ৭৮.৫৭%।

* অনুপস্থিত বা অনুল্লেখ্য।

৫. উল্লেখযোগ্য ফলাফল

এই গবেষণার পর্যালোচনা অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীত দমন কমিশনের সার্বিক স্কোর ৬১.২২%, যা 'মধ্যম' পর্যায়ের স্কোর। এখানে লক্ষণীয় যে এটি 'উচ্চ' স্কোরের থেকে ৫.৭৮ পয়েন্ট কম এবং এটি নির্দেশ করে উচ্চ পর্যায়ে প্রবেশ করতে প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়াও ৫০টি নির্দেশকের মধ্যে ২১টি (৪২.৮৬%) 'উচ্চ', ১৯টি (৩৮.৭৮%) 'মধ্যম' এবং নয়টি (১৮.৩৭%) 'নিম্ন' স্কোর করেছে।

গবেষণার পর্যালোচনা অনুযায়ী দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদা শীর্ষক ক্ষেত্র সর্বোচ্চ স্কোর (৭৮.৫৭%) করেছে, যার মধ্যে ৪টি নির্দেশক উচ্চ এবং ৩টি নির্দেশক মধ্যম স্কোর পেয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর (৭২.২২%) পেয়েছে দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদ বিষয়ক ক্ষেত্র যার মধ্যে ৫টি নির্দেশক উচ্চ, ৩টি মধ্যম ও ১টি নিম্ন স্কোর পেয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সহযোগিতা (৭০%) এই মূল্যায়নের অপর একটি মাত্রা যা উচ্চ ভাগে পরেছে। দুদকের অর্থ ও মানবসম্পদ (৬১.১১%) এবং জবাবদিহিতা ও সার্বিক তদারকি (৬২.৫%) এ দুটি ক্ষেত্র সার্বিক স্কোরের থেকে সামান্য বেশি স্কোর পেয়েছে। এটিও নির্দেশ করে যে সম্পদ বণ্টন ও সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে হবে। দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (৫৫.৫৬%) সার্বিক স্কোর থেকে কম স্কোর পেয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ, দুর্নীতির অভিযোকারীর অভিগম্যতা, কম শাস্তির হার এবং দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহে জেন্ডার চিহ্নিত না করার বিষয়গুলোতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা এই ক্ষেত্রটি সবচেয়ে কম স্কোর (২৮.৫৭%) পেয়েছে যেখানে মোট ৭টি নির্দেশকের মধ্যে ৪টি মধ্যম এবং ২টি নিম্ন স্কোর পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে এখনই বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

গবেষণার ফলাফল: একনজরে নির্দেশকগুলোর স্কোর

ক্ষেত্র	নির্দেশক								
১. আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান (৭)	আইনি স্বাধীনতা	কাজের আওতা	আইনি ক্ষমতা	কমিশনারদের নিয়োগ	কমিশনারদের মেয়াদ ও অপসারণ	কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা	সরকারের দ্বারা দুদকের ক্ষমতার রাজ নৈতিক ব্যবহার		
২. অর্থ ও মানবসম্পদ (৯)	জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার)	দুদকের বাজেট (প্রতুলতা)	দুদকের বাজেট (নিশ্চয়তা, স্থিতিশীলতা)	কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা	কর্মী বাছাইয়ের শর্ত	কর্মীদের দক্ষতা (অনুসন্ধান)	কর্মীদের দক্ষতা (প্রতিরোধ, প্রচারণা)	কর্মীদের প্রশিক্ষণ	কর্মীদের স্থিতিশীলতা
৩. অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (৯)	দুদকে অভিগম্যতা (দুর্নীতির অভিযোগকারী/ তথ্যদাতা)	অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়া	অনুসন্ধান করার সদিচ্ছা	মামলার সংখ্যা (গড়)	দক্ষতা, পেশাদারত্ব (অনুসন্ধান)	দণ্ডাদেশের হার	প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সদিচ্ছা	সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার	জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
৪. প্রতিরোধ ও আউটরিচ কার্যক্রম (৯)	প্রতিরোধের জন্য বাজেট বরাদ্দের হার	দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্যোগ	সরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনা	তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিরোধমূলক সুপারিশ	আউটরিচ ও শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	আউটরিচ কার্যক্রমে অংশীজনের অংশগ্রহণ	গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান	তথ্য প্রচার ও প্রচারণা	ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার
৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা (৫)	মামলা পরিচালনায় সরকারের সহায়তা	অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা	নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা	আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ	অন্যান্য দেশের দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা				
৬. জবাবদিহিতা ও তদারকি (৪)	বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন ও	তদারকি ব্যবস্থা	অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়া	দুদক/ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফলাফল					

ক্ষেত্র	নির্দেশক								
	ওয়েবসাইট								
৭. দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা (৭)	দুদকের কর্তৃত্ব সম্পর্কে জনগণের আস্থা	দুদকের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ সম্পর্কে জনগণের আস্থা	দুদকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের আস্থা	দুদকের সম্মানজনক আচরণ সম্পর্কে তদন্তাধীন ব্যক্তিদের আস্থা	দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে দুদকের কার্যকরতা সম্পর্কে জনগণের ধারণা	দুদকের কার্যকরতা সম্পর্কে ধারণা (দুদকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এমন ব্যক্তি)	অভিযোগ নিরসনে দুদকের কার্যকরতা সম্পর্কে ধারণা (সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এমন নারী)		

যেসব নির্দেশকে দুদক উচ্চ স্কোর পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দুদকের আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদাসহ যথেষ্ট পরিমাণ আইনি ক্ষমতা ও কাজের আওতা। দুদক আইনে দুদককে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যদিও আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের ওপর এর সামান্য নির্ভরশীলতা রয়েছে। আইনে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। দুদকের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি। দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বারা পাঁচবছরের জন্য নিযুক্ত হন এবং আইনে বর্ণিত অপসারণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে তাদেরকে অপসারণ করা যায় না। দুদকের বাজেট যথেষ্ট যা প্রতি বছরই টাকার অংকে বেড়েছে। দুদকের কর্মীদের স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং চাকরি থেকে অব্যাহতি বা পদত্যাগের হারও খুব কম।

দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও তদন্তের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ দুদকের দেখা যায়। দুদক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচলনা করে এবং মামলার সংখ্যাও যথেষ্ট। একটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে গত তিনবছরে দুদক ৩০ জনেরও বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মেয়র, সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সাবেক সচিব, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক, পরিচালক) এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। দুদক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি প্রতিরোধের অবস্থা পর্যালোচনা করে, এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। দুদক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

যেসব ক্ষেত্রে দুদকের দুর্বলতা রয়েছে তা নিয়ে নিচের অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১. আইনি স্বাধীনতা ও অবস্থান

দুদকের কার্যকরতা ও ক্ষমতা ব্যবহারের কারণে এর পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আইনি কাঠমোর সাথে সাথে ব্যক্তিগত সক্ষমতা দুদকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের আইনি ক্ষমতার প্রয়োগ কমিশনারদের স্বাধীন মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। তাদের মতে যদিও চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ আপাতভাবে একটি ভালো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তথাপি প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয়, যেহেতু বাছাই কমিটির দ্বারা বাছাইকৃতদের নাম ও যোগ্যতা নিয়োগের আগে প্রকাশ করা হয় না। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন যেহেতু আর্থিক বিষয়ে দুদককে সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং অতিরিক্ত খরচের জন্য জবাবদিহি করতে হয় তাই এটি দুদকের স্বাধীনতা ও অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের বিষয়। এর মাধ্যমে দুদকের কার্যক্রম সংক্রান্ত স্বায়ত্তশাসন এবং নিরপেক্ষতা সীমিত হয়ে পড়ে।

এছাড়া দুদক রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয় বলে ধারণা রয়েছে, কারণ দুর্নীতির ঘটনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ উদ্যোগ দেখাতে পুরোপুরি সমর্থ হয় নি। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অভিযোগ করেন যে কিছু ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট এবং সকলের বিরুদ্ধে সমানভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তথ্যদাতাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হচ্ছে সরকার দুর্নীতির বিষয়টিকে বিরোধী দল বা ভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এজন্য তারা দুদকের ওপর নির্ভর করে।

৫.২. অর্থ ও মানবসম্পদ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুদকের বাজেট গড়ে জাতীয় মোট বাজেটের ০.০২৫% এর বেশি ছিল না এবং এই হার প্রতিবছর কমেছে, যদিও দুদকের আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, বিদ্যমান জনবল অনুযায়ী যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, এবং বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন তদন্ত, প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও মামলা পরিচালনার জন্য আরও বেশি বরাদ্দ

প্রয়োজন। সকল জেলায় দুদকের কার্যালয় ও প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দুদকের আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে কর্মীদের দক্ষতা। দুর্নীতির তদন্তের ক্ষেত্রে দুদক কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন কর্মীদের তদন্ত সম্পর্কে বোঝার ঘাটতি রয়েছে এবং পুরানো কর্মীরা সবসময় দুর্নীতির নতুন ধরন (যেমন অর্থ পাচার ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে দুর্নীতি) ও কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এছাড়া দুদকের প্রশিক্ষণের বিষয়টিতেও পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুদকের কর্মীদের জন্য ৪৭টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে ৯৫৬ জন কর্মী (দুদকের মোট কর্মীর ৫৩%) অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৫টি প্রশিক্ষণ ছিল যা দুদকের কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ কারিগরি বিষয়ের ওপর।

৫.৩. অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম

দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় তাৎক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে এবং দুটি বিষয় মধ্যম মানের বিবেচ্যে বিষয়।

প্রথমত, দেশের জনসংখ্যার সাথে তুলনা করে, দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার ওপর জনগণের ধারণার বিবেচনায় এবং অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আগ্রহের কথা বিবেচনা করলে দুদকে দুর্নীতির অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অভিগম্যতার মাত্রা যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুদকের মামলায় সাজা হওয়ার গড় হার ৪০ শতাংশের কম। একটি কার্যকর দুদকের জন্য এই হার আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়ত, দুদক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ এবং দুর্নীতির ধারা পরিবীক্ষণে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ করে না। এখন পর্যন্ত নারী ও প্রান্তিক জনগণের জন্য বিভিন্ন চাহিদা নিরূপণে দুদকের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নি।

দুর্নীতির তদন্তে দক্ষতা ও পেশাদারত্ব একটি মধ্যম পর্যায়ের উদ্বেগের বিষয়। সাধারণত দেখা যায় দুদকের তদন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় না, যদিও দুদকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে দুর্নীতির তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দক্ষ ও পেশাদার। অপর একটি উদ্বেগের ক্ষেত্র হচ্ছে দুদকের (দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ও দুর্নীতির কারণে প্রাক্কলিত ক্ষতির তুলনায়) স্বল্প পরিমাণ সম্পদ বা অর্থ উদ্ধার ও জব্দ করার বিষয়টি। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনবছরের মধ্যে দুদক আদালতের মাধ্যমে ৭২.৮১২ কোটি টাকার সমপরিমাণ সম্পদ জব্দ ও উদ্ধার করেছে।

৫.৪. প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনবছরে দুদকের বাজেটের প্রায় ২.৬৫% প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ করা হলেও দেশে বিদ্যমান দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট ও অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য গবেষণার ঘাটতি একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। গবেষণার জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ ছিল না। দুদক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনবছরে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও সততা সংঘের মাধ্যমে বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করলেও আউটরিচ কার্যক্রম ও প্রতিরোধের জন্য তাদের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা নেই। দুদকের প্রতিরোধ ও আউটরিচ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এগুলো প্রধানত বিভিন্ন উপলক্ষকে (যেমন আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ও দুর্নীতিবিরোধী সপ্তাহ) কেন্দ্র করে নেওয়া হয়েছে। দুদকের দুর্নীতিবিরোধী তথ্যের প্রচারণা ও ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার আর একটি উদ্বেগের বিষয়। দুদকের ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ, আধুনিকায়ন, সাহিত্য ও গবেষণা প্রবন্ধের তথ্যসহ আরও ব্যবহারবান্ধব করা প্রয়োজন।

৫.৫. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা

অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সহযোগিতার বিষয়টি অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়, যদিও দুদক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কগুলোতে (যেমন জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের পক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন, এশিয়া প্যাসিফিক মানি লন্ডারিং গ্রুপ এবং এডিবি-ওইসিডি অ্যান্টি করাপশন ইনিশিয়েটিভস) কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশের অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সহযোগিতার বিষয়টি একটি মধ্যম পর্যায়ের উদ্বেগের বিষয়। দুদক কর্তৃপক্ষের মতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ব্যাংক, মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষকের কার্যালয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলেও অন্যান্য সূত্র থেকে দেখা গেছে এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদকের সহযোগিতার মাত্রা পর্যাপ্ত ও কার্যকর নয়।

৫.৬. জবাবদিহিতা ও তদারকি

দুদকের জবাবদিহিতা ও তদারকির ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বাহ্যিক কোনো তদারকির ব্যবস্থা না থাকা। আইন অনুযায়ী দুদক এর বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করে। কিন্তু দুদকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কোনো স্বাধীন কমিটি নেই। যদিও নিয়মিতভাবে তদন্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য দুদকের তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য একটি শাখা রয়েছে কিন্তু এই কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ নেই। এছাড়া দুদকের কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ায় 'স্বার্থের দ্বন্দ্বে'র বিষয়টি এড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত না করাও একটি অন্যতম উদ্বেগের বিষয়।

৫.৭. দুদকের কার্যকরতা সম্পর্কে জনগণের ধারণা

সাধারণ মানুষের মধ্যে দুদকের কার্যকরতা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার ক্ষেত্রেই দুদককে সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ এটিই দুদকের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। অনেকের মতেই দুদক এখন পর্যন্ত কার্যকর নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি জরিপে দেখা যায় ৮২.৯% উত্তরদাতা দুদক বা এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না, এবং মাত্র ৯.১% (যারা দুদক সম্পর্কে জানে) বলেছে যে দুদক দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে ভালো কাজ করছে (গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার, ২০১৫, অপ্রকাশিত)। এছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ আইন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের কোনো ধারণা ও তথ্য নেই। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার ওপর দুদকের আচরণ নির্ভর করে বলে অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির ঘটনা নিরপেক্ষভাবে মোকাবেলার ক্ষেত্রে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কেও জনগণের ধারণা খুব ইতিবাচক নয়। বিশেষজ্ঞদের (নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক) মতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দুদকের উপর প্রয়োজনীয় অর্পিত ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তাদের সম্পদ পর্যাপ্ত নয়।

৬. সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দুদককে আরও কার্যকর করার জন্য নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হচ্ছে।

অর্থ ও মানবসম্পদ

১. **দুদকের বাজেট বৃদ্ধি:** নিচের খাতগুলোতে দুদকের বাজেট বাড়াতে হবে:
   (ক) অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য লজিস্টিক (যেমন যানবাহন, সরঞ্জাম, জব্দকৃত সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা) সহায়তার ক্ষেত্রে;
   (খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম (যেমন গণ শুনানি, গবেষণা);
   (গ) উচ্চ মানের দক্ষতা ও সক্ষমতাসম্পন্ন আইনজীবী নিয়োগ;
   (ঘ) দুদকের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

২. **দুদকের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনবল বৃদ্ধির বিষয় পুনর্বিবেচনা:** দেশের ৬৪টি জেলাতেই প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিস্টিক সুবিধাসহ দুদকের কার্যালয় থাকতে হবে। এছাড়া অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৩. **কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ করতে হবে। নিয়োগের পূর্বে বাছাইকৃত প্রার্থীদের নাম ও যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বিবেচনা করতে হবে।

অনুসন্ধান ও তদন্ত

৪. **অভিযোগ দাখিল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:** দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া, তদন্ত ও মামলা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রক্রিয়া সহজ, ব্যবহারবান্ধব ও পরিচয় প্রকাশের অধিকারকে নিশ্চিত করে এমন হতে হবে। এছাড়া তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের জন্য দুদককে যথাযথ কাঠামো তৈরি করতে হবে।

৫. **দুর্নীতির মামলায় শাস্তির হার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ:** দুর্নীতির মামলায় দোষীদের সাজাপ্রাপ্তির হার বৃদ্ধির করার জন্য দুদককে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেমন তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের পূর্বে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি করা।

৬. **সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ:** দুদককে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম

৭. **দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা:** দুদককে তার শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এছাড়া দুদককে তার কার্যক্রম মূল্যায়নের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

৮. **উন্নত ওয়েবসাইট:** দুদকের উন্নত ওয়েবসাইট থাকতে হবে যেখানে নিচের বৈশিষ্ট্য/ তথ্য থাকবে:

- ব্যবহারকারীর সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধম্যের ব্যবহার;
- দুর্নীতির ওপর লেখা ও গবেষণা প্রবন্ধের সংগ্রহসহ ব্যবহারবান্ধব ওয়েবসাইট;
- নিয়মিতভাবে হালনাগাদকৃত তথ্য; দুদকের বাজেট, কর্ম-পরিকল্পনা, তদন্ত ও মামলার পরিসংখ্যান, গণশুনানি ও অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্য;
- দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন ও বিধি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা

৯. **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি:** দুদককে অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষকরে এর নিজের কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার ক্ষেত্রে যেখানে 'স্বার্থের দ্বন্দ্বের' আশংকা রয়েছে।

জবাবদিহিতা ও তদারকি

১০. **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা:** দুদকের কাজের মূল্যায়ন, তদারকি ও পরামর্শ প্রদানের জন্য উচ্চ মাত্রার সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি, বর্তমান/ সাবেক আমলা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে।

দুদকের কার্যকরতা সম্পর্কে জনগণের ধারণা

১১. **জনগণের আস্থা বৃদ্ধি:** দুদকের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে নিচের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাধারণ জনগণ দুদকের সাফল্য সম্পর্কে জানতে ও সচেতন হতে পারে;
- দুদকের কমিশনার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আয়, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে;
- দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধি, উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময় অনুযায়ী তদন্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

-০-